ভূমি অবক্ষয় হ্রাস ও মরুকরণ রোধ, টেকসই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি গবেষণা, উদ্যোগ, প্রকল্প, কার্যক্রম, পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চর্চা এবং উদ্ভাবনগুলি হল:

- জাবড়া প্রয়োগ (Mulching)
- ফোটা (Drip) পদ্ধতিতে সেচ
- বৃষ্টির পানি আহরণ (Rain Water Harvesting)
- কম্পোষ্ট সার উৎপাদন
- ভূমি শ্রেণিভুক্ত (Land Zoning) করা

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (ভূমি, পানি, বায়ু প্রভৃতি) সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন এবং একটি উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত হয়। রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নে সফলতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন সম্ভব। ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে অভীষ্ট ১৫: স্থলজ জীবন সরাসরি মরুকরণ রোধ কনভেনশনের সাথে সম্পর্কিত।

যোগাযোগঃ

জনাব মোঃ জিয়াউল হক

পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

কারিগরি এবং অর্থায়নে সহায়ক সংস্থাঃ গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (GEF) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)

www.rio.doe.gov.bd facebook /rio.conventions.project youtube/channel/RioProject

জাতিসংঘ মরুকরণ রোধ কনভেনশন

জাতিসংঘ মরুকরণ রোধ কনভেনশন

জাতিসংঘ মরুকরণ রোধ কনভেনশন একটি "রিও কনভেনশন"। রিও সম্মেলনের এজেন্ডা ২১ এর সরাসরি সুপারিশের ভিত্তিতে এই কনভেনশনটি বিবেচনায় আনা হয়। ১৯৯৪ সনের ১৭ জুন তারিখে এই কনভেনশনটি গৃহীত হয় এবং ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কনভেনশনটি কার্যকর হয়। বিশ্বের মরুকরণ মোকালেবায় এই কনভেনশনটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক একমাত্র আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্ক। অংশগ্রহণ, অংশীদারিত্ব এবং বিকেন্দ্রীকরণ এই তিনটি নীতিমালা হচ্ছে এই কনভেনশনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এবং সুশাসন ও টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি। ১৯৬টি সদস্য রাষ্ট্র সমন্বয়ে এটি প্রায় সার্বজনীন বৈশ্বিক কনভেনশন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক অনেক পূর্ব হতেই এটি স্বীকৃত যে পৃথিবীর সকল অঞ্চলের জন্য ভূমি অবক্ষয় বা মরুকরণ একটি মুখ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা। মরুকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলন (UNCCD) ১৯৭৭ সনে মরুকরণ রোধে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

UNCCD বা জাতিসংঘ মরুকরণ রোধ কনভেনশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মরুময়তা হ্রাস, বিশেষত আফ্রিকার খরা প্রবণ দেশগুলোতে খরার মারাত্মক ক্ষতির প্রভাব কমানো। UNCCD এর বাধ্যবাধকতা হচ্ছে এমন একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা, যেন বাহ্যিক, জৈবিক এবং আর্থ-সামাজিকসহ মরুকরণ, খরা এবং ভূমি অবক্ষয়ের বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধান করা যায়। বাংলাদেশ মরুকরণ রোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে ১৯৯৪ সনের ১৪ অক্টোবর স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৬ সনের ২৬ জানুয়ারি অনুসমর্থন করে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব, তিনটি রিও কনভেনশনের জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট বা সরকার মনোনীত ব্যক্তি।

UNCCD এর আওতায় ভূমি অবক্ষয় প্রশমনে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০৩০ সনের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে UNCCD সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নিজ উদ্যোগে টার্গেট নির্ধারণে বাস্তবভিত্তিক প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নির্দেশিকা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ভূমি অবক্ষয় স্বাভাবিক করণার্থে LDN টার্গেট নির্ধারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের উদ্যোগ

বাংলাদেশ খরা এবং ভূমি অবক্ষয় রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। খরা এবং ভূমি অবক্ষয় সংক্রান্ত বিষয়টি বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করেছে। ভূমি অবক্ষয় সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের সেক্টর নীতিমালা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অন্যান্য উন্নয়ন এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত নীতিমালাসমূহে খরা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছেঃ

- জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮
- জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (NBSAP), ২০১৬-২০২১
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল (NSDS), ২০১০-২০২১
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০
- জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১
- জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩
- বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭
- জাতীয় পানি আইন, ১০১৩
- বাংলাদেশ জীব নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২
- জাতীয় জীব নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০০৭